মিলাদুন্নবীর বৈধতার ফতোয়া

ইবনে দিহইয়ার পরে মিলাদুন্নবীর উপর অজস্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে আমরা নীচে কয়েক খানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বক্তব্যের সারাংশ সহ পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করবো। তাতেই প্রমাণিত হয়ে যাবে মিলাদুন্নবী মাহফিলের বৈধতা এবং খুলে যাবে বিরোধীদের মুখোশ।

১। অতি প্রাচীন কিতাব মিরআতুজ জমান- গ্রন্থকার ছিবতু ইবনুল জাওজী-এর মন্তব্যঃ

وَقَالَ سِبْطُ ابْنِ الْجَوْزِىْ فِى مِرْأَةِ الزَّمَانِ حَكٰى لِىْ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ سِمَاطَ الْمُظَفَّرِ فِىْ بَعْضِ الْمَوَالِيْدِ اَنَّهٗ عَدَّ فِيْهِ خَمْسَةَ اٰلَافِ رَأْسِ غَنَمٍ شَوِىٍّ وَعَشَرَةَ اٰلَافِ دَجَاجَةٍ وَمِأَةَ زَبَدِيَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ اَلْفَ صُحْنِ حَلَوِىٍّ وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهٗ فِى الْمَوْلِدِ اَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوْفِيَةِ فَيَخْلَعُ عَلَيْهِمْ وَيُطْلِقُ لَهُمْ ۔ (مِرْأَةُ الزَّمَانِ لِابْنِ الْجَوْزِىْ)

অর্থ ঃ ছিবতু ইবনুল জাওজী মিরআতুজ জামান গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন যে, "বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীন কর্তৃক আয়োজিত কোন এক মিলাদ মাহফিলে যোগদানকারী জনৈক ব্যক্তি আমি ইবনুল জাওজীর কাছে এই বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি উক্ত মাহফিলে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত কৃত পাঁচ হাজার ভূনা ছাগল, দশ হাজার মুরগী, এক লক্ষ পনির, ত্রিশহাজার হালুয়ার প্লেট গননা করেছেন। ঐ মাহফিলে গণ্যমান্য ওলামা ও সুফীগণ শরীক হতেন। বাদশাহ ঐ সব ওলামা ও সুফীগণের সাথে সৌজন্য মূলক আচরণ করতেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন উপঢৌকন উপহার দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন। (মিরআতুজ্জামান- ছিবতু ইবনুল জাওজী)।

২। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতির সুযোগ্য শাগরিদ আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ শামী (রঃ) ও আল্লামা আব্দুল বাকী (রাঃ) কর্তৃক শরহে মাওয়াহিবের মন্তব্য ঃ

وَكَانَ يَصْرِفُ عَلَى الْمَوْلِدِ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَمِائَةِ اَلْفِ دِيْنَارٍ ۔

অর্থ ঃ "বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীন প্রতি বৎসর মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ত্রিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করতেন।"

৩। আল্লামা শামছ ইবনে জাজরী (রহঃ)-এর মন্তব্য ঃ

وَاَكْثَرُ النَّاسِ عِنَايَةً بِذٰلِكَ اَهْلُ مِصْرَ وَالشَّامِ وَاَنَّهُ شَاهَدَ الظَّاهِرَ بَرْقُوْقَ سُلْطَانَ مِصْرَ سَنَةَ ٧٨٥ وَاُمَرَاءَهُ بِقَلْعَةِ مِصْرَ فِىْ لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ الْمَذْكُوْرَةِ مِنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَالْاِحْسَانِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْمَدَّاحِ مَا بَهَرَهُ وَاَنَّهُ صَرَفَ عَلٰى ذٰلِكَ نَحْوَ عَشَرَةَ اٰلَافِ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ . قَالَ غَيْرُهُ (شَمْسُ) وَزَادَ ذٰلِكَ فِىْ زَمَنِ السُّلْطَانِ الظَّاهِرِ اَبِىْ سَعِيْدٍ جَقْمَقَ عَلٰى مَا ذُكِرَ بِكَثِيْرٍ . وَكَانَ لِمُلُوْكِ الْاَنْدَلُسِ وَالْهِنْدِ مَا يُقَارِبُ ذٰلِكَ اَوْيَزِيْدُ عَلَيْهِ . (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى)

অর্থ ঃ আল্লামা শামছ ইবনে জাজরী বলেন ঃ "মিলাদুন্নবী মাহফিলে মিশর এবং সিরিয়া বাসীগণ অন্যান্য লোকদের তুলনায় অধিক দান খয়রাত করে থাকেন। তিনি (শামছ) মিশরের সুলতান জাহের বারকুক এবং তাঁর আমির উমারাগণকে মিশরের দূর্গে মিলাদুন্নবীর রাতে প্রচুর খাদ্য বিতরণ, তিলাওয়াতে কোরআন, ফকির মিসকীন, ক্বারী ও, নাত পরিবেশনকারী গণের প্রতি প্রচুর দান-খয়রাত করতে প্রত্যক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে বাদশাহ দশ হাজার মিছকাল স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতেন। অন্যান্য ওলামাগণ বলেছেনঃ সুলতান জাহের আবু সাঈদ জকমক মিলাদুন্নবীতে উপরোক্ত বাদশাহর চেয়েও বেশী খরচ করতেন। স্পেন ও হিন্দুস্তানের বাদশাহগণও-এর কাছাকাছি বা-এর চেয়েও বেশী খরচ করতেন"- (সূত্র আন নে'মাতুলকোবরা)।

৪। ইমাম আবু শামা কর্তৃক বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীনের মিলাদুন্নবী আয়োজনের প্রশংসা ঃ

وَقَدْ اَكْثَرَ الْاِمَامُ اَبُوْشَامَةَ شَيْخُ الْاِمَامِ النَّوَوِىِّ الثَّنَاءَ عَلَى الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ بِمَا كَانَ يَفْعَلُهُ مِنَ الْخَيْرَاتِ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ . وَثَنَاءُ هٰذَا الْاِمَامِ الْجَلِيْلِ عَلٰى هٰذَا الْفِعْلِ الْجَمِيْلِ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اَدَلُّ دَلِيْلٍ عَلٰى اَنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ . (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى)

অর্থঃ আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী তাঁর আন-নে'মাতুল কোব্‌রা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইমাম আবু শামা- ওস্তাদ ইমাম নাওয়াভী (রহঃ) মিলাদুন্নবীর রাতে বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীন কর্তৃক বিভিন্ন উত্তম কার্য্যাবলী সম্পাদনের জন্য তাকে প্রচুর প্রশংসা করেছেন। (তাঁর গ্রন্থের নাম "আল বাওয়ায়েছ আলা ইনকারিল বিদ্‌য়ে ওয়াল হাওয়াদিস")। আর এই ইমামের মত লোকের প্রশংসাই সবচেয়ে বড় দলীল যে, মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান উত্তম বিদয়াত পর্য্যায়ভুক্ত- যা মোস্তাহাব। (আন নে'মাতুল কুবরা)।

৫। তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠার ফতোয়াঃ

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِىِّ مِنْ خَوَاصِّهِ اَنَّهُ اَمَانٌ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامْ .

অর্থঃ ইবনে জাওজী বলেছেন ঃ মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐ বৎসরের জন্য অনুষ্ঠান স্থলটি বিপদ আপদ থেকে নিরাপদে থাকবে এবং অনুষ্ঠান কারীর মকসুদ শীঘ্র পূরন হওয়ার ব্যাপারে শুভ সংবাদ বহন করে আন্‌বে"।

৬। ইমাম নুরুদ্দীন হলবী ও ইমাম বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম হলবী হানাফীর ফতোয়াঃ

قَالَ عُمْدَةُ الْمُحَقِّقِيْنَ نُوْرُالدِّيْنِ عَلِىُّ اَلْحَلَبِىُّ فِىْ كِتَابِهِ اِنْسَانِ الْعُيُوْنِ فِىْ سِيْرَةِ الْاَمِيْنِ الْمَامُوْنِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْهَانُ ابْرَاهِيْمُ اَلْحَلَبِىُّ فِىْ رُوْحِ السِّيَرِ بَعْدَ ذِكْرِ حَاصِلِ اَكْثَرَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَاسْتِحْسَانِ الْقِيَامِ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِ وَضْعِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَصَّهُ ۔ (جَوَاهِرُ الْبِحَارِ ثَالِثْ لِيُوْسُفَ النَّبْهَانِىْ)

অর্থঃ মোহাক্কিক ওলামা গণের শিরোমনি নূরুদ্দীন আলী হলবী তাঁর গ্রন্থ 'ইনসানুল উয়ুন ফি সীরাতিল আমিনিল মামুন' (দঃ)- এর মধ্যে এবং ইমাম বুরহান উদ্দীন ইবরাহীম হলবী 'রুহুস সিয়ার' গ্রন্থে উপরে বর্নিত মিলাদুন্নবীর ফজিলত অধিকাংশ বর্ণনা করার পর আরও অতিরিক্ত লিখেছেন যে, নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র বেলাদত (ভুমিষ্ট) বর্ণনা শ্রবন করে দাঁড়িয়ে কেয়াম করা মোস্তাহস্যান বা উত্তম। তাঁরা -এর সপক্ষে দলীলও পেশ করেছেন। (সূত্র ঃ জওয়াহিরুল বিহার ৩য় খন্ড ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

৭। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) -এর ফতোয়াঃ

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٌ فِىْ جَوَابِ سُؤَالٍ وَ ظَهَرَ لِىْ تَخْرِيْجُهُ عَلٰى اَصْلٍ ثَابِتٍ وَهُوَ مَافِى الصَّحِيْحَيْنِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا هُوَ يَوْمٌ اَغْرَقَ اللّٰهُ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَنَجّٰى مُوْسٰى وَنَحْنُ نَصُوْمُهُ شُكْرًا ۔ قَالَ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ عَلٰى مَا مَنَّ بِهِ تَعَالٰى فِىْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ ۔ وَاَىُّ نِعْمَةٍ اَعْظَمُ مِنْ بُرُوْزِ نَبِىِّ

الرَّحْمَةِ - وَالشُّكْرُ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ كَالسُّجُوْدِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتِّلَاوَةِ ۔ (جَوَاهِرُ الْبِحَارِ صَفْحَ ٣٣٩-٣٤٠)

অর্থঃ হাফেজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজর আস্‌কালানী (রহঃ) জনৈক প্রশ্নকারীর জবাবে বলেনঃ 'আমার মতে মিলাদন্নবী পালনের প্রথা সুন্নাতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা হলো আশুরার রোজা। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করিম (দঃ) হিজরত করে মদিনায় এসে দেখতে পেলেন - ইয়াহুদীরা আশুরার দিনে রোজা পালন করছে। তিনি এর কারণ তাদের নিকট জানতে চাইলেন। তারা উত্তরে বললোঃ এই দিনেই আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং মুসা আলাইহিস সালামকে মুক্তি দিয়েছেন। আমরা (ইয়াহুদীরা) উক্ত নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ এই দিনে রোজা পালন করে থাকি। আল্লামা ইবনে হাজর এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ -এর দ্বারাই প্রমাণিত হলো যে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কোন নেয়ামত প্রদানের বিনিময়ে ঐ নির্ধারিত দিবসে শুকরিয়া আদায় করা উত্তম। নবী করিম (দঃ) -এর আবির্ভাবের চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? এই নেয়ামত প্রাপ্তির শুকরিয়া আদায় হতে পারে বিভিন্ন এবাদতের মাধ্যমে- যথাঃ নফল নামাজ, নফল রোজা, দান-খয়রাত, তিলাওয়াত ইত্যাদি।" জাওয়াহিরুল বিহার ৩৪০ পৃঃ।

৮। আল্লামা ইবরাহীম হলবী কর্তৃক ইমাম ইবনে হাজর (রাঃ) -এর ফতোয়ার উদ্ধৃতিঃ

وَنَقَلَ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فِيْ رُوْحِ السِّيَرِ عَنِ الْحَافِظِ الْإِمَامِ ابْنِ حَجَرٍ قَوْلَهُ اِنَّ قَاصِدِى الْخَيْرِ وَاِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالسُّرُوْرِ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ يَكْفِيْهِمْ اَنْ يَّجْمَعُوْا اَهْلَ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ فَيُطْعِمُوْهُمْ وَ يَتَصَدَّقُوْا عَلَيْهِمْ مُحَبَّةً لَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنْ اَرَادُوْا فَوْقَ ذٰلِكَ اَمَرُوْا مَنْ يُّنْشِدُ مِنَ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَالْاَ شْعَارِ

الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَثِّ عَلَى الْاَخْلَاقِ الْكَرِيْمَةِ مِمَّا يُحَرِّكُ الْقُلُوْبَ اِلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَالْكَفِّ عَنِ الْبِدْعِ وَالسَّيِّأٰتِ .

অর্থঃ "আল্লামা বুরহান উদ্দীন হলবী তার রূহুস সিয়ার গ্রন্থে হাফেজ ইমাম ইবনে হাজর আসাকালানীর মন্তব্য এভাবে উদ্ধৃত করেছেনঃ- "নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম উপলক্ষে উত্তম কাজ, আনন্দ প্রকাশ ও তাঁর প্রতি মহব্বৎ প্রদর্শনের ইচ্ছা পোষণকারী ব্যক্তিদের পক্ষে একাজ করাই যথেষ্ট যে, নেককার বুজুর্গ ব্যক্তি এবং ফকির মিসকিনকে একত্রিত করে নবীজীর মহব্বতে তাঁদেরকে খানা খাওয়াবে এবং হাদিয়া দেবে। আরো অধিক কিছু করতে চাইলে নবী প্রশংসাকারী গায়ক ও শায়ের ডেকে এনে এমন সব নাত ও কবিতা পরিবেশন করাবে, যা মানুষকে উত্তম চরিত্রের দিকে উদ্বুদ্ধ করে, মনকে ভাল কাজের দিকে আকর্ষন করে এবং বিদ্‌আত ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে"। - (জাওয়াহিরুল বিহার পৃষ্ঠা ৩৪০)। মিলাদ মাহফিলে ওয়াজ ও নাত পেশ করা উত্তম।

৯। ইমামও মোজতাহিদ আল্লামা বারজিঞ্জির ফতোয়াঃ

وَاسْتَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ اَئِمَّةٌ ذُوْ رِوَايَةٍ وَّرَوِيَّةٍ . فَطُوْبٰى لِمَنْ كَانَ تَعْظِيْمُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَايَةَ مَرَامِهِ وَمَرْمَاهُ . (مَوْلُوْدِ بَرْزَنْجِيْ)

অর্থঃ "হাদীস ও ফেকাহ বিশারদ ইমামগণ নবী করিম (দঃ)-এর বেলাদত শরীফ (আবির্ভাব) বর্ণনাকালে পাঠক ও শ্রোতা সকলের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া বা কেয়াম করাকে মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং যাদের মকসুদ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নবীজীর তাজিম প্রদর্শন, তাদের জন্য এই কেয়াম হচ্ছে শুভ সংবাদ বহন কারী"। (−মৌলুদে বরজিঞ্জি)। আল্লামা বরজিঞ্জি আল্লামা ইবনে কাছিরেরও পূর্বের মোজতাহিদ ও ইমাম ছিলেন)। (বেদায়া ও নেহায়া দ্রষ্টব্য)

১০। ইমাম নভবীর ওস্তাদ ইমাম আবু শামা (রহঃ) -এর ফতোয়াঃ

ইমাম আবু শামা اَلْبَوَاعِثُ عَلٰى اِنْكَارِ الْبِدْعِ وَالْحَوَادِث গ্রন্থে লিখেছেনঃ

وَمِنْ اَحْسَنِ مَا ابْتُدِعَ فِيْ زَمَانِنَا مَا يُفْعَلُ كُلَّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَرَحِ

وَالصَّدَقَاتِ وَفِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَاظْهَارِ الْفَرَحِ وَالسُّرُوْرِ فَاِنَّ ذٰلِكَ مَعَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاِحْسَانِ اِلَى الْفُقَرَاءِ مُشْعِرٌ لِمَحَبَّتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيْمِهِ فِيْ قَلْبِ فَاعِلِ ذٰلِكَ وَشُكْرِاللّٰهِ عَلٰى مَا مَنَّ بِهِ مِنْ اِيْجَادِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِيْهِ اِغَاظَةٌ لِلْكَفَرَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ . (جَوَاهِرُ الْبِحَارِ صَفْحَةْ - ٣٣٨)

অর্থঃ "আল্লামা আবু শামা (রহঃ) বলেনঃ আমাদের যুগে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম দিবস উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে দান সদকা, বিভিন্ন নেকীর কাজ ও আনন্দ-উল্লাসের (জুলুছ ও মাহফিলের মাধ্যমে) অনুষ্ঠানাদি করার যে সুন্দর ও উত্তম রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছে, এগুলো উক্ত অনুষ্ঠানকারীর অন্তরে নবী করিম (দঃ)-এর প্রতি মহব্বৎ ও তাজীমেরই প্রমাণবহ এবং নবী করিম (দঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে আল্লাহর অশেষ এহসানের প্রতি শোকর আদায়েরই ইঙ্গিত বাহী কাজ। তদুপরি, এই মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান কাফের ও মোনাফিকদের প্রতি মোমেনদের মনের ঘৃণা প্রকাশও বটে- যা ঈমানেরই অঙ্গ"। (আল বাওয়ায়েছ আলা ইনকারিল বিদয়ী ওয়াল হাওয়াদিছ- আল্লামা আবু শামা)।

১১। সামছুদ্দীন ইবনে জাজরীর দ্বিতীয় ফতোয়া ঃ

فَاِذَا كَانَ اَبُوْلَهَبٍ اَلَّذِىْ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ بِذَمِّهِ جُوْزِىَ فِى النَّارِ اَىْ بِشُرْبَةِ مَاءٍ بِرَأْسِ اِصْبَعِهِ وَبِتَخْفِيْفِ الْعَذَابِ عَنْهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ اِثْنَيْنِ لِاِعْتَاقِهِ ثُوَيْبَةَ فَرَحًا لَمَّا بَشَّرَتْهُ بِوِلَادَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ اُمَّتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذِىْ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهِ وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ اِلَيْهِ قُوَّتُهُ-لَعُمْرِىْ اِنَّمَا يَكُوْنُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ اَنْ يُّدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيْمِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ . (جَوَاهِرُ الْبِحَارِ صَفْحَةْ - ٣٣٨

অর্থ ঃ হাফেজ আবুল খায়ের সামছুদ্দীন ইবনে জাজরী বলেন ঃ "যে আবু লাহাবের বিরুদ্ধে কোরআন মজিদ নাজিল হয়েছে, এমন ব্যক্তিকেও জাহান্নামে (কবরে) থাকা অবস্থায় কিছু পুরস্কৃত করা হচ্ছে। অর্থাৎ তার আঙ্গুলের মাথা হতে পানি বের করে তাকে পান করানো হচ্ছে— এবং প্রতি সোমবারের পূর্ব রাত্রিতে তার কবরের আজাব হালকা করে দেয়া হচ্ছে একটি মাত্র কারণে। তা হচ্ছে- সে আপন দাসী ছোয়াইবা কর্তৃক নবী করিম (দঃ)-এর জন্মের শুভ সংবাদ শুনে খুশী হয়ে তাকে আজাদ করে দেয়। এমতাবস্থায় নবী করিম (দঃ)-এর একজন তৌহিদ পন্থী উম্মতের অবস্থা কেমন হতে পারে- যিনি নবীজীর জন্ম উপলক্ষে খুশী হন এবং সামর্থ অনুযায়ী খরচ করেন? আমি (সামছ) নিজের জীবনের শপথ করে বলছি- দয়াল আল্লাহর পক্ষ হতে তার একমাত্র পুরস্কার হচ্ছে- আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে এই বান্দাকে জান্নাতুন নায়ীমে প্রবেশ করাবেন"। (জাওয়াহিরুল বিহার- আল্লামা ইউসুফ নাবহানী পৃষ্ঠা ৩৩৮ সূত্র নাসরুদ দোরার)।

১২। আল্লামা শাহাবুদ্দীন ইবনে হাজর হায়তামী (রাহঃ)-এর ফতোয়া-ঃ

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও মিলাদুন্নবী পাঠ করার রেওয়াজ ছিল বলে ইবনে হাজর হায়তামী বর্ণিত রেওয়ায়াতে প্রমাণিত হয়। রেওয়ায়াতটি নিম্নরূপ ঃ

قَالَ اَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِىْ فِى الْجَنَّةِ · وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَى الْاِسْلَامَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ · وَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِّقِرَاءَتِهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا بِالْاِيْمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ · (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى)

অর্থ ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দঃ) পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ খরচ করবে, সে ব্যক্তি বেহেস্তে আমার সাথী হবে"। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর তাজীম ও সম্মান করলো, সে ইসলামকেই জীবিত রাখলো"। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ খরচ করলো, সে যেন বদর ও হোনায়নের যুদ্ধে শরীক হলো"। হযরত আলী (রাঃ ও কঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর সম্মান করবে এবং মিলাদুন্নবী পাঠ করার উদ্যোক্তা হবে, সে দুনিয়া থেকে (তওবার মাধ্যমে) ঈমানের সাথে বিদায় হবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (আন নে'মাতুল কোবরা ৭-৮ পৃষ্ঠা)।

পর্যালোচনা ঃ আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহঃ) মোহাদ্দেস ও মুফ্‌তী হিসাবে সমগ্র মুসলিম জাহানে প্রসিদ্ধ। তিনি নিজ সনদে উক্ত রেওয়ায়াত খানা নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং রেওয়ায়াতটি নির্ভরযোগ্য। উক্ত রেওয়ায়াতে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। যথা ঃ

১। চার খলিফার যুগেও মিলাদুন্নবী পাঠ করার রেওয়াজ ছিল। নতুবা চারজন খলিফা-এর উপর জোর দিতেন না।

২। মিলাদুন্নবী পাঠ করা উত্তম কাজ। এর জন্য সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করাও অধিক ফজিলতের কারণ। বেহেস্তে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথী হওয়া, ইসলামকে জীবিত রাখা, বদর ও হোনায়েনের মত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সমতুল্য নেকী অর্জন করা এবং পৃথিবী থেকে ঈমানের সাথে বিদায়ের নিশ্চয়তা ও বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করার মত সৌভাগ্য লাভ হয় এই মিলাদুন্নবীর মাহফিলে। খোলাফায়ে রাশেদীনের অভিমত ও আমল আমাদের জন্য একটি শক্ত দলীল।

৩। সাহাবাদের যুগে শুধু মিলাদুন্নবী মাহফিলেরই প্রচলন ছিল। সিরাতুন্নবী নামের কোন মাহফিলের অস্তিত্বই সে যুগে ছিলনা। থাকলে তাঁরা অবশ্যই করতেন। এমন কি হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও সিরাতুন্নবী নামের কোন মাহফিল ছিলনা। সর্বযুগেই মিলাদুন্নবীর মাহফিল হতো। বর্তমান কালের বাতিল পন্থীরা যুগ যুগান্তরের মিলাদুন্নবী মাহফিলকে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যেই অতি সু-কৌশলে সিরাতুন্নবী মাহফিল চালু করেছে। একাজে সফল হলে পরে তারা এটাও ছেড়ে দেবে। কারণ তারা নবীজীর নামের কোন মাহফিলেরই পক্ষপাতি নয়। সিরাতুন্নবী মাহফিল অতি নূতন আবিষ্কার হওয়ার কারণে অতি নিকৃষ্ট বিদআত হিসাবে গণ্য।

৪। উক্ত রেওয়ায়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চার খলিফা নিজেরাও মিলাদুন্নবী পালন করতেন। তা না হলে অন্যকে উপদেশ দিতেন না। কেননা, যে কাজ নিজে করেনা- এমন কাজের জন্য অন্যকে উপদেশ দেয়া কোরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।- সুরা আছ-ছফ।

৫। মিলাদুন্নবী পাঠ করা সাহাবীগণের সুন্নাত। উহা বেদয়াত নহে।